Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks

Ministry of Industries

THE GEOGRAPHICAL INDICATION (GI) JOURNAL

"নওগাঁর নাক ফজলি আম"

GI Journal No. 56

Published on :

www.dpdt.gov.bd

পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
তারিখ:
(ক) পরিচালক (প্রশা ও অর্থ)
(খ) পরিচালক (পেটেন্ট ও ডিজাইন)
(গ) পরিচালক (ট্রেডমার্কস)
(ঘ) পরিচালক (ডাব্লিউটিও)
(ঙ) পরিচালক (জি আই)
(চ) সিস্টেম এনালিস্ট
(ছ) উপপরিচালক (প্রশা ও অর্থ)
স্বাক্ষরিত
মহাপরিচালক

Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks
Shilpa Bhaban, 91 Motijheel, Dhaka, Bangladesh

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন আবেদনের পদ্ধতি

১। আবেদনপত্র ঃ

(১) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেকটি আবেদনপত্র নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত নিয়ম এক শ্রেণির পণ্যের জন্য জিআই ফরম-০১ (এক) এবং একাধিক শ্রেণির পণ্যের জন্য জিআই ফরম-০২ (দুই) এ আবেদন করিতে হইবে।

(২) প্রতিটি আবেদনপত্র আবেদনকারী তারিখ উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) প্রতিটি আবেদনপত্রের তিন কপির সহিত অতিরিক্ত পাঁচ কপি প্রতিলিপি দাখিল করিতে হইবে।

(৪) প্রতিটি আবেদনপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যের পাঁচটি নমুনা দাখিল করিতে হইবে।

২। ফি ঃ

(১) ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে তফসিল-০১ এ উল্লিখিত ফি অনুসারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(২) ফি মহাপরিচালক বরাবর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে দলিল দাখিলের জন্য ফি প্রদেয়, সেই ক্ষেত্রে ফি প্রদান ব্যতিরেকে বা অপর্যাপ্ত ফি পরিশোধ করা হইলে, উক্তরূপ দলিলাদি বিধিসম্মতভাবে দাখিল করা হয় নাই বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৩। ভাষা ঃ

(১) সকল আবেদনপত্র বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখিত হইতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের কাগজ ও কালি পাঠযোগ্য, টেকসই, স্থায়ী প্রকৃতির ও উন্নতমানের হইতে হইবে।

৪। আবেদনপত্রে স্বাক্ষর ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের আবেদনপত্র এবং অন্যান্য দলিল নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) ব্যক্তিসংঘ বা উৎপাদনকারী সংগঠনের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ;

(খ) কোন কর্পোরেট বডি, আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, উক্তরূপ বডি বা সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা সচিব অথবা প্রধান কর্মকর্তা ;

(২) স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরের নিম্নে-

(ক) তাহার পদবি বা পদমর্যাদা ; এবং

(খ) বাংলা বর্ণে অথবা বড় হাতের ইংরেজি বর্ণে, তাহার পূর্ণাঙ্গ নাম ; স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫। আবেদনপত্রে ব্যবহারকারীর বিবৃতি ঃ

কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অথবা পণ্যের বৈধ ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রে পণ্যটি কোন সময়কাল হইতে কাহার দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার একটি বিবরণী থাকিতে হইবে।

৬। আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত তথ্য ও দলিলাদি ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং উহার সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহ করিতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কিত একটি বিবৃতি-

(অ) পণ্যটি উৎপাদিত হইবার সুনির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকা ;

(আ) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা ক্ষেত্রমত, এলাকায় উৎপাদিত হইবার ফলে পণ্যটিতে নিহিত সুনাম, গুণাগুণ ও অনন্য বৈশিষ্ট্য ;

(ই) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা ক্ষেত্রমত, এলাকা সম্পর্কিত বিশেষ ভৌগোলিক আবহাওয়া, সহজাত প্রাকৃতিক ও মানবিক বিষয়াদি যাহা পণ্যটিকে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে ; এবং

(ঈ) উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎস ;

(খ) যে শ্রেণির পণ্যের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক প্রযোজ্য হইবে উহার নাম ;

(গ) পণ্য উৎপাদনকারী দেশের নির্দিষ্ট যে অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় পণ্যটি উৎপাদিত হয় উহার মানচিত্র ;

(ঘ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যসমূহকে নির্দেশ করে এমন কোন শব্দ বা চিহ্ন ;

(ঙ) নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির উৎপাদনকারীগণ সম্পর্কিত বিবরণ ;

(চ) আবেদনকারী কিভাবে আইনের অধীন গঠিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসংঘ, উৎপাদনকারীগণের সংগঠন, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন তৎমর্মে একটি হলফনামা ;

(ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য ব্যবহৃত কোন বিশেষ "স্ট্যান্ডার্ড বেঞ্চমার্ক" অথবা উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, তৈরি ইত্যাদি সম্পর্কিত "শিল্প মানদণ্ড" থাকিলে তৎসম্পর্কিত দলিলাদি ;

(জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মান, গুণাগুণ, মানের ধারাবাহিকতা বা বিশেষত্ব বজায় রাখিবার বা নিশ্চিৎকরণের জন্য পণ্যটির উৎপাদনকারী, কারিগর বা প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রয়োগকৃত পদ্ধতি (mechanism) সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ঝ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকার মানচিত্রের (মানচিত্র প্রকাশকের পদবি, নাম ও ইস্যুর তারিখ উল্লেখক্রমে) তিনটি প্রত্যায়িত কপি ;

(ঞ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট বিশেষ মানবিক দক্ষতা, ভৌগোলিক জলবায়ুর অনন্যতা অথবা অন্যান্য সহজাত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ট) সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদনকারীগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিসংঘ, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা ;

(ঠ) আবেদনে উল্লিখিত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় সংশ্লিষ্ট পণ্যটির ক্ষেত্রে আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকিলে উহার বিবরণ ; এবং

(ড) আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য ইতোমধ্যে নিবন্ধিত কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সমনামীয় হইলে, আবেদনাধীন পণ্য ও ইতোমধ্যে নিবন্ধিত পণ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যজ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ এবং প্রতারণা বা ভোক্তাগণের বিভ্রান্তি রোধে গৃহীত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিবরণ।

৭। কনভেনশনভুক্ত ব্যবস্থার অধীন আবেদন ঃ

(১) কনভেনশনভুক্ত কোন রাষ্ট্রের একজন আবেদনকারী কর্তৃক কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হইলে উক্তরূপ আবেদনপত্রের সহিত কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অফিস যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত একটি সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত সনদপত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিস্তারিত বিবরণসহ আবেদনপত্রটি দাখিলের তারিখ, রাষ্ট্রের নাম, কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে পণ্যটি প্রথম নিবন্ধনের তারিখ এবং মহাপরিচালক কর্তৃক চাহিত অন্যান্য বিষয়াদির বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে নিবন্ধনের আবেদন করিবার সময় উক্তরূপ সনদ উপস্থাপন না করা হয়, সেইক্ষেত্রে আবেদন করিবার ২(দুই) মাসের মধ্যে মহাপরিচালকের সন্তুষ্টি অনুযায়ী আবেদনটি পেশ করিবার তারিখ, উহার রাষ্ট্রের নাম, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিবরণ, আবেদনপত্রে উল্লিখিত শ্রেণি এবং পণ্য সম্বলিত তথ্যাদি প্রত্যয়ন ও সত্যায়নপূর্বক পেশ করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রটি একই ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য এবং আবেদনপত্রের অধীন সকল অথবা আংশিক পণ্যের জন্য কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে আবেদনকারীর প্রথম আবেদন হইতে হইবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্র হইতে এক বা একাধিক শ্রেণির ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য একটিমাত্র আবেদনপত্র দাখিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আবেদন নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

৮। আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার ঃ

(১) *আবেদনপত্রের নম্বর ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নাম উল্লেখপূর্বক মহাপরিচালক প্রাপ্তি স্বীকার* নিশ্চিত করিবেন।

৯। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

প্রতিটি আবেদনপত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় দাখিল করিতে হইবে :

মহাপরিচালক
পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৮৮-০২-৯৫৬০৬৯৬
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৫৫৬৫৫৬
ই-মেইল ঃ dg@dpdt.gov.bd
Web: www.dpdt.gov.bd

ভৌগোলিক নির্দেশক আবেদন নং-২৪

আবেদনের তারিখ : ০৪-০৬-২০১৭ খ্রিঃ

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য **"নওগাঁর নাক ফজলি আম"** যা শ্রেণি ৩১ এ অন্তর্ভুক্ত, তা নিবন্ধনের জন্য ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২ অনুসারে জার্নালে প্রকাশ করা হলো।

ভৌগোলিক নির্দেশক নাম ঃ **"নওগাঁর নাক ফজলি আম"**।

শ্রেণি ঃ ৩১

ক) **আবেদনকারীর নাম ঃ** সভাপতি, বদলগাছি উপজেলা নাক ফজলি আম চাষী সমবায় সমিতি, বদলগাছি, নওগাঁ।

খ) **ঠিকানা ঃ** সিধিরপুর, ডাকঘর : বদলগাছি, উপজেলা : বদলগাছি, জেলা : নওগাঁ।

গ) **ব্যক্তি/উৎপাদক/ব্যক্তিবর্গ/সংগঠন/উৎপাদকের সংগঠন/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের তালিকা ঃ**

উৎপাদনকারীগণের আংশিক তালিকা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে তালিকায় আরও উৎপাদনকারীর নাম সংযোজিত হতে পারে।

ঘ) **প্রকার ঃ** এক প্রকার ফল (শ্রেণি : ৩১) আমের জাত নওগাঁর নাক ফজলি।

ঙ) **স্পেসিফিকেশন ঃ**

১. নাক ফজলি আম দেশীয় জাতীয় সুস্বাদু ফল।
২. এর বৈজ্ঞানিক নাম *Mongifera indica.*
৩. এটি একটি মধ্যম মৌসুমী জাত। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে পরিপক্ক হয় এবং তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত বাজারে পাওয়া যায়।
৪. ফল মাঝারি থেকে বড় আকারের এবং এ আম দেখতে কিছুটা তীর্যকভাবে ডিম্বাকার ও অনেকটা লম্বাটে। এর নিম্নাংশে সামান্য বাঁকা সুঁচালো নাক বেরিয়ে এসেছে।
৫. ফলটি গড়ে লম্বায় ১১.৮ সে. মি., পাশে ৭.৫ সে. মি., উচ্চতায় ৪.৯ সে. মি. এবং গড় ওজন ৩৯০ গ্রাম হয়।
৬. পাকা ফলের ত্বকের রং হালকা সবুজাব হলুদ এবং শাঁসের হলুদ হতে হলুদাভ কমলা। শাঁস আশঁবিহীন, রসাল, গন্ধ আকর্ষণীয় ও মিষ্টি।
৭. গড় মিষ্টতা ২১%। ফলের খোসা সামান্য মোটা এবং আঁটি পাতলা।
৮. আঁটি গড়ে লম্বায় ১০.২ সে. মি., পাশে ৩.২ সে. মি., পুরুত্বে ১.৭ সে. মি. এবং গড় ওজন ৩৮.০ গ্রাম হয়ে থাকে।
৯. ফলের গড় আহারোপযোগী অংশ শতকরা ৭৯ ভাগ।

চ) **ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের বর্ণনা ঃ**

নওগাঁর নাক ফজলি উৎকৃষ্ট জাতসমূহের মধ্যে একটি মধ্যম মৌসুমী এবং জনপ্রিয় বাণ্যিজিক জাত। ফল মাঝারি হতে বড় আকারের এবং অনেকটা লম্বাটে। গবেষণাগারে দেখা গেছে, এ ফল গড়ে লম্বায় ১১.৮ সে.মি., পাশে ৭.৫ সে.মি., উচ্চতায় ৪.৯ সে.মি. এবং গড়ে ওজন ৩৯০ গ্রাম হয়। পাকা ফলের ত্বকের রং হালকা সবুজ হতে সামান্য হলদে এবং শাঁসের রং হলুদ হতে হলুদাভ কমলা। শাঁস আশঁবিহীন, রসাল, গন্ধ আকর্ষণীয় ও মিষ্টি। গড় মিষ্টতা ২১%। ফলের খোসা সামান্য মোটা এবং আঁটি পাতলা। আঁটি গড়ে লম্বায় ১০.২ সে.মি., পাশে ৩.২ সে.মি., পুরুত্বে ১.৭ সে.মি. এবং গড় ওজনে ৩৮.০ গ্রাম হয়ে থাকে। ফলের গড় আহারোপযোগী অংশ শতকরা ৭৯.০ ভাগ। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে আম পাকা শুরু করে।

ফল সংগ্রহ করার পর পাকতে প্রায় ৩-৫ দিন সময় লাগে। ফলন ভাল ও নিয়মিত। ফল পরিপক্ক হতে (ফুল আসা থেকে) প্রায় চার মাস সময় লাগে। এ জাতের আমের পুরুষ ও উভলিঙ্গ ফুলের আনুপাতিক হার যথাক্রমে শতকরা ৮৫.০ ও ১৫.০ ভাগ। দেশের সর্বত্র চাষাবাদ করা যেতে পারে।

এ জাতের গাছ ছড়ানো প্রকৃতির এবং উচ্চতা প্রায় ১০ থেকে ১২ মিটার। নিয়মিত ফল দেয়। পাতা বড় আকৃতির এবং বলম আকৃতির। পাতার বোঁটা লম্বায় ৪-৫ সে. মি., পত্রফলক লম্বায় ২৩-২৬ সে.মি. এবং চওড়ায় ৬-৭ সে.মি.; কচি পাতার রং সবুজ এবং পাতার প্রান্তসুচালো। পুষ্পমুঞ্জরী টার্মিনাল, আকৃতি পিরামিডাল, সাইজ বড়, দৈর্ঘ্যে ৩৫ সে. মি., প্রস্থে ২১ সে. মি., ফুল উভলিঙ্গ।

ডিএনএ এ্যামপিফিকেশন এর মাধ্যমে সনাক্তকরণ

জিন পর্যায়ে পার্থক্য নির্ধারণের জন্য নওগাঁর নাক ফজলিসহ অন্য দুইটি জাতের কচি পাতা সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীতে ডিএনএ এক্সট্রাকশন কিট ব্যবহার করে ডিএনএ সংগ্রহ করা হয় এবং যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ২৪ টি মার্কার ব্যবহার করে পলিমারেজ চেইন রিয়্যাকশন (PCR) সম্পন্ন করা হয়। এরপর ২টি মার্কার (MiSHRS-O32, mMiCIR009) এর ইলেকট্রোফোরেসিস জেল রান হতে দেখা যায়, নওগাঁর নাক ফজলি আমের জাতটি অন্য জাতগুলো হতে স্পষ্ট আলাদা। এতে প্রমাণিত হয় যে, আমের প্রত্যেকটি জাতের জেনেটিক লেভেলে পার্থক্য রয়েছে।

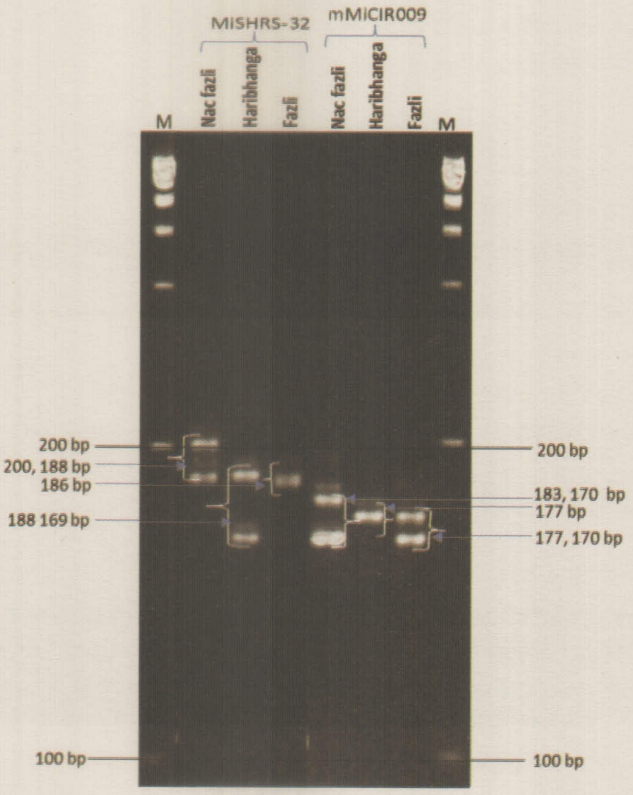

Figure 1: Finger Printing of the Nacfazli, Haribhanga and Fazli were studied using 2 SSR markers (MiSHRS-O32, mMiCIR009) in Polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE) to estimate the allelic length of three most popular cultivated genotypes (NacFazli, Haribhanga and Fazli) with Polymorphic chain reaction (PCR).

Results:

Using the marker MiSHRS-32, NacFazli amplified at 200bp and 188bpwhereas Harivanga at 188 bp and 169 bp and Fazli at 186 bp. In case of mMiCIR009, NacFazli amplified at 183 bp and 170 bp; Harivanga at 177 bp and Fazli at 177 bp and 170 bp. The expected band size of the primer MiSHRS-O32 is 224-174 bp and mMiCIR009 is156—170 bp (Molla et al. 2019). These results are in aligned with the previous study. This result clearly revealed that three mango genotypes amplified at different base pair indicating the varietal differences which will help the identification of this genotypes in future.

ভৌগোলিক নির্দেশকের ছবি

ছবি ১ : আনুমানিক ৭০-৮০ বছর বয়সী নাক ফজলি আমের গাছ।

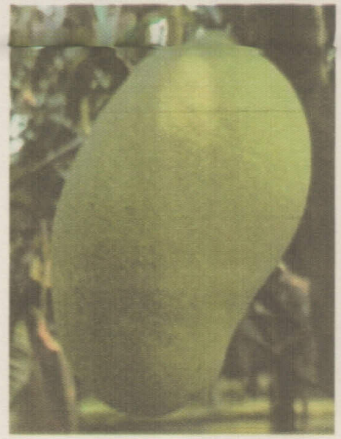

ছবি ২ : কাঁচা অবস্থায় নাক ফজলি আম।

ছবি ৩ : নাক ফজলি আম।

ছবি ৪ : পরিপক্ক নাক ফজলি আম।

ছবি ৫ : খোসা ছড়ানো অবস্থায় আম

ছবি ৬ : কাটা অবস্থায় আমের ছবি।

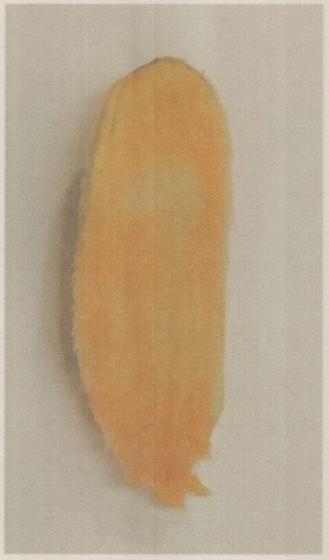

ছবি ৭ : নাক ফজলি আমের আটি।

ছ) উৎপাদকের ভৌগোলিক এলাকা এবং মানচিত্র ঃ

জানা গেছে, নওগাঁ জেলার অন্তর্গত বদলগাছী উপজেলাধীন কোলা ইউনিয়নের ভান্ডাপুর গ্রামে প্রখ্যাত জমিদার বিনোদ কুমার লাহিড়ী এ জাতটি রোপণ করেন। সেখান হতে জমিদার বিনোদ লাহিড়ী, নাক ফজলি আমের চারা নিয়ে এসে ভান্ডারপুর গ্রামে তার নিজ খলিয়ানে রোপণ করেন। এরপর এই আম গাছের কলম আশেপাশের বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। নওগাঁ জেলার বদলগাছী উপজেলার বদলগাছী, মথুরাপুর, আধাইপুর, কোলা, মিঠাপুর, ইউনিয়নগুলোতে ব্যাপকভাবে এই আম উৎপাদন হয়। এছাড়াও বালুভরা, বিলাশবাড়ী, ইউনিয়নগুলোতে মাঝারি ধরনের উৎপাদন হয় এবং ঐতিহাসিক পাহাড়পুর ইউনিয়নে সামান্য পরিমাণে উৎপাদন হয়। এ জাতটি নওগাঁ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদ হচ্ছে।

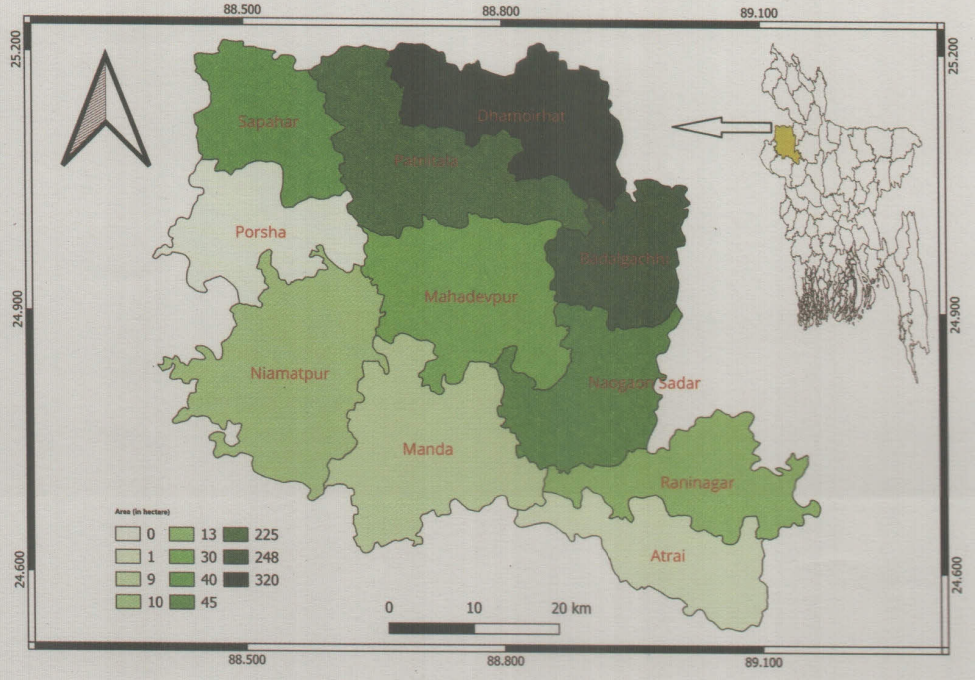

চিত্র ১: নওগাঁর নাক ফজলি আম এর উৎপাদন এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে।

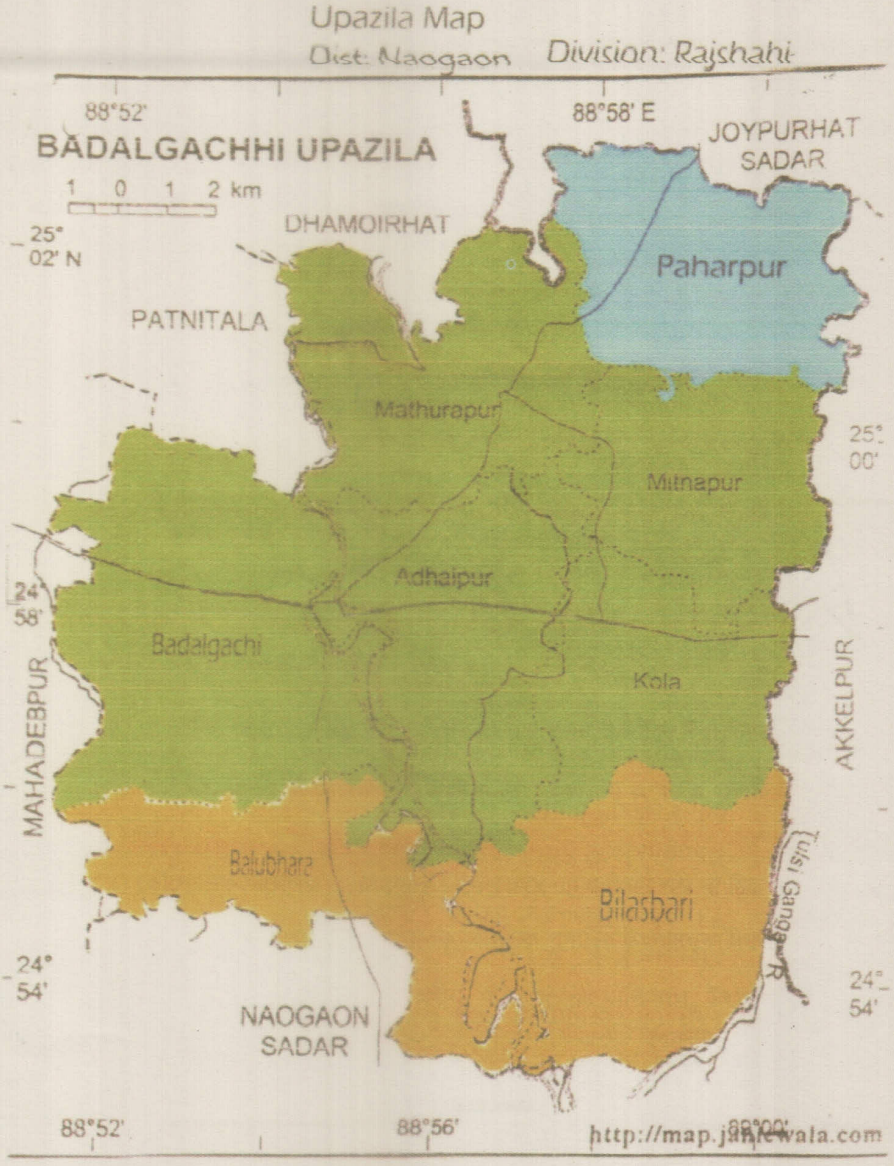

চিত্র : নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলায় নাক ফজলি আম এর উৎপাদন এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে।

জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎসের প্রমাণ (ঐতিহাসিক দলিল) ঃ

নওগাঁর নাক ফজলি আম একটি জনপ্রিয় এবং সুস্বাদু ফল। জানা যায়, ব্রিটিশ শাসনামলে দেশে যখন জমিদারী প্রথা ছিল তখন নওগাঁর বদলগাছী উপজেলার ভান্ডারপুর গ্রামে সতিশ চন্দ্র চৌধুরী পরিবারের জমিদারী ছিল। এ চৌধুরী পরিবারের পুরোহিত ছিলেন ব্রজমোহন। এই পুরোহিতের শখ ছিল বিভিন্ন ফলের চারা রোপণ করা। ধারণা করা যায়, তিনিই প্রথম গাছটি রোপণ করেছিলেন বদলগাছী উপজেলায়। ব্রজমোহন ১৯২০ সালের আগ মুহূর্তে মারা যান। তার মৃত্যুর পর জমিদার পরিবারের সদস্যবৃন্দ বৈঠকের মাধ্যমে এ জাতটির নামকরণ করেন নাক ফজলি। এরপর থেকেই জাতটি নাক ফজলি নামে পরিচিতি লাভ করে। নওগাঁ জেলার অধীন বদলগাছি উপজেলার বদলগাছি, মথুরাপুর, আধাইপুর, কোলা, মিঠাপুর ইউনিয়ন এবং ধামইরহাট উপজেলায় সবচেয়ে বেশি বাণিজ্যিকভাবে এ জাতটি চাষাবাদ হচ্ছে। এছাড়াও নওগাঁ জেলার অন্যান্য উপজেলায় এ জাতটির বাণিজ্যিক চাষাবাদ সম্প্রসারিত হয়েছে। এ উপজেলায় কয়েকটি বড় গাছের সন্ধান পাওয়া গেছে। এলাকাবাসী জানান, ভান্ডারপুর বাজারের উত্তর পার্শ্বে বিশাল আকৃতির একটি নাক ফজলি আম গাছ ছিল। সে গাছের চারা থেকেই নাক ফজলি আমের চাষ শুরু হয়। একটি আমগাছ মোঃ আতোয়ার রহমান মন্ডল, পিতা: মৃত আকতার হোসেন মন্ডল, গ্রাম: ইসমাইলপুর, বদলগাছী, নওগাঁ এবং আরও একটি বড় গাছ মৃত আব্দুর রহমান সরদার, পিতা: মৃত জশমতউলাহ, গ্রাম-চাংলা, বদলগাছী, নওগাঁ। এ গাছগুলোর আনুমানিক বয়স ৭০-৮০ বছর। এ গাছগুলো এখন ফলবান আছে।

মোঃ জালাল উদ্দিন এর লেখা বদলগাছী জেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (প্রকাশকাল: ২০০৬) বইয়ের ১৫৩ পৃষ্ঠায় নাক ফজলী আমের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। ২০১৩ সালে প্রকাশিত মাহবুব সিদ্দিকী এর আম বইয়ের ১০৯ পৃষ্ঠায় নাক ফজলী আমের বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে উল্লেখ রয়েছে "অত্যন্ত উন্নত মানের আমটি এখন অবধি বাংলাদেশে শুধু নওগাঁ জেলার বদলগাছি ও ধামইরহাট থানা এলাকায় জন্মে থাকে। "..তবে নওগার দুবলহাটি জমিদার রাজবাড়ির বাগানেও এজাতের আম বহু আগে থেকেই ছিল"। এ বইতে আরও উল্লেখ রয়েছে যে, "বাংলাদেশে উৎপাদিত প্রথম শ্রেণীর দশটি আমের মধ্যে নাক ফজলী আমকে অনায়াসে গণ্য করা যায়।"

জেলা প্রশাসন চাঁপাইনবাবগঞ্জ কর্তৃক ২০২১ সালে প্রকাশিত ড. মো. শরফ উদ্দিন রচিত "আমের একশ জাত" বইয়ের ৬৮ নম্বর পৃষ্ঠায় নাক ফজলী আমের বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা প্রতিবেদন হতে জানা যায় যে, জিন পর্যায়ে পার্থক্য নির্ধারণের জন্য নওগাঁর নাক ফজলিসহ অন্য দুইটি জাতের কচি পাতা হতে ডিএনএ এক্সট্রাকশন কিট ব্যবহার করে ডিএনএ সংগ্রহকরতঃ যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ২৪টি মার্কার ব্যবহার করে পলিমারেজ চেইন রিয়্যাকশন (PCR) সম্পন্ন করা হয়। এরপর ২টি মার্কার (MiSHRS-O32, mMiCIR009) এর ইলেকট্রোফোরেসিস জেল রান হতে দেখা যায়, নওগাঁর নাক ফজলি আমের জাতটি অন্য জাতগুলো হতে স্পষ্ট আলাদা। এতে প্রমাণিত হয় যে, আমের প্রত্যেকটি জাতের জেনেটিক লেভেলে পার্থক্য রয়েছে (সূত্রঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর)।

ঝ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎপাদন পদ্ধতি ঃ

ভৌগোলিক বিচারে বাংলাদেশের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ায়, ভারত ও মায়ানমারের মাঝখানে। বাংলাদেশের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। এ দেশের বৃষ্টিপাতের মাত্রা ১৫০০-২০০০ মিলিমিটার। বাংলাদেশের গড় তাপমাত্র ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাংলাদেশের আবহাওয়া আম বাগান তৈরি ও আম উৎপাদনের উপযোগী। এ কারণে বাংলাদেশে আম বাগান গড়ে উঠেছে। আম বাগান তৈরির জন্য জমি প্রথমে চাষ দিয়ে ভালোভাবে তৈরি করে নিতে হয়। পরে নক্সা অনুযায়ী জনপ্রিয় বর্গাকার পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট জায়গায় আমের চারা রোপণ করা হয়। বর্ষার শুরুতে অর্থাৎ আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে আম গাছ রোপণের উপযুক্ত সময়। অতিরিক্ত বর্ষার সময় চারা রোপণ না করাই ভাল।

রোপণের আগে ১.০ × ১.০ × ১.০ মিটার বিশিষ্ট গর্ত করে গর্তের উপরের অর্ধেক মাটি এক পাশে এবং নিচের অর্ধেক মাটি অপরপাশে রাখতে হবে। গর্ত করার পর ১০-১৫ দিন গর্ত রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। গর্ত ভর্তি করার সময় ওপরের মাটির সাথে ১৫ কেজি গোবর সার, ২৫০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমপি, ২৫০ গ্রাম জিপসাম ও ৫০ গ্রাম জিঙ্ক সালফেট ভালভাবে মিশিয়ে, মিশ্রিত মাটি নিচে এবং নিচের মাটি উপরে দিয়ে গর্ত ভর্তি করতে হবে। গর্ত ভর্তির ১০-১৫ দিন পর গর্তের মাঝখানে চারাটি সোজাভাবে লাগিয়ে চারিদিকে মাটি দিয়ে চাপ দিতে হবে। রোপণের পরে গাছে সেচ দিতে হবে এবং গাছটি একটি শক্ত খুঁটি দ্বারা বেধে দিতে হবে। চারাটির বয়স ২-৩ বছর হলে এবং চারার গোড়া থেকে নতুন ডালপালা জন্মালে তা কেটে ফেলতে হবে। গাছের দৈহিক বিকৃতি দেখা দিলে তা কেটে ফেলতে হবে এবং পাতাকাটা উইভিল কচি পাতা কেটে ফেললে কার্বারিল গ্রুপের সেভিন ২ গ্রাম/লিটার পানিতে দিয়ে স্প্রে দ্বারা আক্রমণ প্রতিহত করতে হবে। গাছটির বয়স ২-৩ বছর হলে গাছে আম ধরাতে হবে। ফলন্ত গাছের পরগাছা, শুকনা ডাল, রোগাক্রান্ত ডালপালা ছাঁটাই করতে হবে। বছরে দুইবার আম গাছে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সার প্রয়োগ ঃ

সারের নাম	গাছের বয়স (বছর)					
	১-৪	৫-৭	৮-১০	১১-১৫	১৬-২০	২০ এর উর্ধ্বে
গোবর (কেজি)	২৬	৩৫	৪৪	৫২	৭০	৮৭
ইউরিয়া (গ্রাম)	৪৩৮	৮৭৫	১৩১২	১৭৫০	২৬২৫	৩৪০৪
টিএসপি (গ্রাম)	৪৩৮	৪৩৮	৮৭৫	৮৭৫	১৩১২	১৭৫৪
এমওপি (গ্রাম)	১৭৫	৩৫০	৪৩৭	৭০০	৮৭৫	১৪০০
জিপসাম (গ্রাম)	১৭৫	৩৫০	৪৩৭	৬১২	৭০০	৮৭৫
জিংক সালফেট (গ্রাম)	১৮	১৮	২৬	২৬	৩৫	৪৫
বোরিক এসিড (গ্রাম)	৩৫	৩৫	৫০	৫০	৭০	৮৭

বর্ষার শুরুতে একবার এবং বর্ষার পরে আর একবার সার প্রয়োগ করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, গাছের চারদিকে গোড়া থেকে কমপক্ষে ১ থেকে ১.৫ মিটার দূরে হালকাভাবে কুপিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছের বয়স বেশি হলে এ দূরত্ব বাড়তে পারে। তবে চারা গাছে (২ বছর পর্যন্ত) ২ মাস পর পর বছরে ৬ বার সার প্রয়োগ করলে গাছের বৃদ্ধি খুবই ভালো হয়। সার প্রয়োগের পরে প্রয়োজনীয় সেচ প্রদান করতে হবে। আম গাছে পুষ্পমুঞ্জরী বের হয়েছে কিন্তু ফুল ফোটেনি এবং আম মটর দানার মত হলে এই দুই অবস্থায় সেচ প্রদান করতে হবে। আম গাছে প্রধান পোকার মধ্যে ফল ছিদ্রকারী পোকা এবং আমের মাছি পোকা অন্যতম। এই গুলিকে অনুমোদিত মাত্রার কীটনাশক প্রয়োগ করে এবং ব্যাগিং পদ্ধতিতে দমন করা যায়। আমের রোগের মধ্যে এ্যানথ্রাকনোজ ও বোঁটা পচা রোগ অন্যতম। এইগুলিকে অনুমোদিত মাত্রার ছত্রাকনাশক এবং হটওয়াটার ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে দমন করা যায়। আম বাগানের মধ্যে বাড়তি আয়ের জন্য আদা হলুদ এবং সবজি আন্তঃফসল হিসাবে চাষ করা যায়। আমের ফলন মাটির উর্বরতা ও গাছের বয়সের উপর নির্ভর করে।

ঞ) অনন্য বৈশিষ্ট্য ঃ

নাক ফজলি আমের নিম্নপ্রান্তে সামান্য বাঁকা সুঁচালো নাক বেরিয়ে এসেছে। আমটি ফজলী আমের মত লম্বা এবং নিচের প্রান্তে নাকের মতো অংশ বিবেচনায় জাতটি নাক ফজলি নামকরণ হয়েছে। এই ধরনের নাক আকৃতি অন্য কোন জাতের আমে দেখা যায় না।

ট) ব্যবহারকাল ঃ

আনুমানিক বাংলা ১৩৩৮ সাল হইতে এ আমের চাষ শুরু হয় । বর্তমানে এ আমের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় ইহার চাষাবাদ বাণিজ্যিকভাবে শুরু হয়েছে। দিনের পর দিন জনপ্রিয়তা ও চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে এ আমের চাষাবাদ বেড়েই চলছে।

ঠ) বাণিজ্যিক এলাকা ঃ

সমগ্র বাংলাদেশে নওগাঁর নাক ফজলি আম সরবরাহ হয়ে থাকে।

ড) পরিদর্শন কর্তৃপক্ষ ঃ

আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ দীর্ঘদিন যাবত আমসহ অন্যান্য ফল নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। নওগাঁ জেলার উৎকৃষ্ট মানের নাক ফজলি আমের জাতটি ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হিসেবে নিবন্ধন করার নিমিত্তে আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র পরিদর্শনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে মতামত প্রদান করেন। এছাড়াও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চাঁপাইনবাবগঞ্জও পরিদর্শনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

ড) তথ্যসূত্র ঃ

১. বদলগাছী জেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস । মোঃ জালাল উদ্দিন । প্রথম সংস্করণ ২০০৬ । পৃষ্ঠা ১৫৩।

২. আম। মাহবুব সিদ্দিকী। দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৩। পৃষ্ঠা ১০৯।

৩. আমের একশ জাত। রচনা: ড. মো. শরফ উদ্দিন। জেলা প্রশাসন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। প্রকাশকাল: ২০২১। পৃষ্ঠা ৬৮।

৪. প্রতিবেদন (২০২৪), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস-সিডিপি শাখা-খ-৭১৭/২৪-২৫/শিল্প-১৭-০৪-২০২৫-৫০ বই।

LIST OF AGENTS

1. Messrs Book Syndicate,
   157, Government New Market, Dhaka.

2. Messrs Warshi Book Corporation,
   14, Bangabandhu Avenue, Dhaka.

3. Bangladesh Co-operative Book Society,
   150, Government New Market, Dhaka.

4. Messrs K.R. & Co.,
   73, Abul Hassnat Road, Dhaka.

5. Bangladesh Subscription Service,
   64, Purana Paltan, Dhaka.

6. Messrs Mohiuddin & Sons,
   143, Government New Market, Dhaka.

7. Messrs Hasanat Library,
   4, N. S. Road, Kushtia.

8. Messrs Current Book Stall,
   Jessore Road, Khulna.

9. Messrs Current Book Mohal,
   Jalsa Cinema, Jubilee Road, Chittagong.

10. Messrs Khoshroj Kitab Mohal,
    15, Bangla Bazar, Dhaka.

11. Messrs New Front Bipani Bitan,
    New Market, Chittagong.

For official use only

Printed by: Dr. Mohammad Mofizur Rahman, Deputy Director (Deputy Secretary)
Government Printing Press, Tejgaon, Dhaka.
Published by: Md. Nazrul Islam, Deputy Director (Deputy Secretary)
Bangladesh Forms and Publication Office, Tejgaon, Dhaka.